দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 21 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ... ২

কলারোয়ায় টিউশন ফি ও উপবৃত্তির অর্থ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

কলারোয়া (সাতক্ষীরা) উপজেলা সংবাদদাতা

কলারোয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহিনুর আলমের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়ম ও সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, কলারোয়ায় যোগদানের পর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহিনুর আলম কয়েকজন অসাধু শিক্ষক নেতাকে হাত করে তার দুর্নীতি শুরু করেন। সম্প্রতি ছাত্রী উপবৃত্তির টিউশন ফিসের টাকার চেক প্রদানের সময় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৫শ' থেকে এক হাজার টাকা ঘুষ আদায় করেন বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান শিক্ষক জানান। ২০০৭ সালে এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলারোয়ার ২২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা করে উদ্দীপনা পুরস্কার ঘোষণা করে। এই উদ্দীপনা পুরস্কারের চেক প্রদানের সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শাহিনুর আলম অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৮শ' থেকে এক হাজার টাকা ঘুষ আদায় করেন বলেও সূত্রটি জানায়। এদিকে উপজেলার খোরদো হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী দেয়াড়া গ্রামের নূরুল ইসলাম সরদারের কন্যা লিপিয়া তুনের নামে জালিয়াতির মাধ্যমে দেয়াড়া হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী হিসেবে ২০০৭ নভেম্বর মাসে ১০ টাকা উপবৃত্তি উত্তোলন করা হয়। একই সময়ে খোরদো হাইস্কুলের একই শ্রেণীর ছাত্রী দেয়াড়া মের মোহর আলীর কন্যা শিখা খাতুনের নামে দেয়াড়া হাইস্কুলে নবম শ্রেণীতে আবেদা খাতুন লিখে ১০ টাকা উপবৃত্তি উত্তোলন করা হয়। এ ব্যাপারে দেয়াড়া গ্রামের ইব্রাহীমের অভিযোগের প্রেক্ষিতে লা শিক্ষা অফিসারের গত ৩/১২/২০০৭ নির্দেশে তদন্তের সময় কলারোয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা ফিসার মোটা অংকের টাকা নিয়ে বিষয়টি ধামাপাচা দেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি স প্রতিষ্ঠানকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে ভাগ দিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া শিক্ষার্থী খেয়ে উপবৃত্তির টাকা উত্তোলন করেন বলেও জানা গেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা